নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

(১৯)

রামকৃষ্ণদেব একদিন গাড়ু হাতে শৌচে বেরুলেন, রাস্তায় মা ভবতারিণীর সঙ্গে দেখা হতেই রামকৃষ্ণদেব লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলেন এবং তাড়াতাড়ি জলের পাত্রটা নিজের কাপড়ের আড়ালে রাখবার চেষ্টা করতেই মা ভবতারিণী বললেন— ''ওকি রে, কাপড়ের তলায় আবার কী লুকোচ্ছিস? ওতে গঙ্গাজল আছে তো? আমার তেষ্টা পেয়েছে, ঐ পূর্ণ ঘট থেকে কিছু জল, আমায় খেতে দিবি?''

এ কথায় রামকৃষ্ণদেবের চোখ ছাপিয়ে জল পড়তে লাগল, মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না, শুধু মাটির দিকে চোখ রেখে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলেন—

মা ভবতারিণী উত্তর দিলেন— ''কিরে, তুই কি আমায় চিনতে পারছিস না? অচেনা নারী মহিমা দেখে মানুষ যেমন লাল হয়ে ওঠে, তুই যে আমায় দেখে তেমনি হয়ে গেলি— লাজের লেজে পা না পড়লে মায়ের পায়ে কি জল দেওয়া যায়?''

কথাটা ধক্ করে রামকৃষ্ণদেবের বুকে বাজল— তাড়াতাড়ি হাতের গাড়ুটা পরণের আঁচল থেকে বের করে মা ভবতারিণীর পা ধোয়াতে লাগলেন—এক গাড়ু জল শেষ হয়ে গেল তবু পায়ের পাতা ধোয়া গেল না। রামকৃষ্ণদেব বিমূঢ় হয়ে পায়ে হাত দিয়েই হাঠাৎ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়লেন, ক্রমে ক্রমে জড়-সমাধিস্থ হয়ে গেলেন— প্রায় এক ঘন্টা পরে আবার চেতনায় ফিরে এসে দেখলেন, তাঁরি মত আকৃতিধারী এক মণীষী তাঁরই জলপাত্র হাতে নিয়ে মায়ের পা ধুয়ে দিচ্ছেন! বিস্ময়ের ওপর বিস্ময় বেড়ে যেতে লাগলো— একই পায়ের কাছে দুজন রামকৃষ্ণ কেমন করে আসা সম্ভব হতে পারে? একই রকমের ঘটি হাতে একই লোক কেমনভাবে দুইরূপ ধারণ করতে পারে? এক মা জগত্তারিণীই অনন্ত রূপ ধারণ করতে পারেন কিন্তু আমার এই জড় জগতের শরীর কিভাবে অমর-জগতের আকৃতি নিতে পারে? এইসব কথা ভাবতেই রামকৃষ্ণদেব আবার ভাল করে চোখ মুছে চেয়ে দেখলেন— সেখানে সেই নারী প্রতিমা নেই—তাঁর নিজের অবয়বই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, পায়ের তলায় বসে থাকা রামকৃষ্ণদেবকে বলছেন — ''কীরে! তুই কি ঐ এক নম্বরের মত ঘুমিয়ে পড়লি? তোর ঘটির জলও কি ফুরিয়ে গেল? এখনও আমার একখান পা ধুতে পারলি না, কেমন করে দুটো চরণ ধুতে পারবি?''

এ কথায়, রামকৃষ্ণদেবের বিস্ময় আরও বেড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতের গাড়ুটায় জল ভর্ত্তি দেখে আর নড়াচড়ার শক্তি যেন ফিরে পেয়ে, তাঁর হাতের জলভরা-পাত্র দিয়ে পা ধোয়াতে আরম্ভ করতেই আবার সেই ভবতারিণীকেই দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ বেয়ে অজস্র ধারা পড়তে লাগল— আধো আধো স্বরে বলে উঠলেন — ''মা! মা! এ চরণ তোমারি? না আমার?''

প্রশ্নের উত্তরে মায়ের পা আবার বদলে গেল, ভাল করে চোখ চেয়ে রামকৃষ্ণদেব দেখলেন— সারদামণিই সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

সারদামণি স্নেহভরে প্রশ্ন করলেন— ''এখানে কেন বসে আছ? প্রায় এক প্রহর অতীত হতে চল্‌ল তুমি শৌচে বেরিয়েছ, মন্দিরের সবাই তোমার খোঁজ করছেন, শীগ্রী কাজ সেরে মন্দিরে যাও।''

রামকৃষ্ণদেব ভাল করে চোখ চেয়ে কাউকে সেখানে আর দেখতে পলেনে না। ধীরে ধীরে গাড়ুটা হাতে করে শৌচাদি কর্মে এগিয়ে গেলেন।

...ক্রমশঃ

তিনি সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। যদি দর্পণের উপর ধূলি ও ময়লা থাকে, তবে তাহাতে আমরা আমাদের চেহারা দেখিতে পাই না। আমাদের হৃদয় দর্পণেও এইরূপ অজ্ঞান ও পাপের ময়লা রহিয়াছে। **—স্বামী বিবেকানন্দ**